৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 30 19[illegible]

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

শিক্ষক আছে, ছাত্র নেই

সীমান্তে। জেলা সদরের পিটিআইতে আসন সংখ্যা দু' শ'-ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৬৮ জন। কয়েক বছর আগে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর পিটিআই প্রশাসনিক ভবনসহ ছাত্রছাত্রীদের জন্য দু'টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্র হোস্টেলের আসন ১৫৮টি ও ছাত্রী হোস্টেলের আসন ৬৪টি। প্রতিটি হোস্টেলের বিশাল তিনতলা ভবন ছাত্রছাত্রীর অভাবে নির্মাণের পর থেকে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকায় এর রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে পিটিআই সুপারের পক্ষে। অন্যান্য পিটিআইতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, দেশের অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা পিটিআইর ট্রেনিং নেয়া হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান নিয়ম অনুসারে তাই পিটিআইতে আসন শূন্য পড়ে থাকছে। পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হতো পিটিআই পাস প্রার্থীদের। কিন্তু বর্তমানে মেধার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষিতদের বাছাই করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ করায় পূর্বের হাজার হাজার পিটিআই পাস প্রার্থী বেকার হয়ে পড়ে। নিয়োগ পাবার পরে উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের পিটিআই ট্রেনিং গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

□ *ডিএম তালেবুন নবী*